গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)
১৬ আঃ গনি রোড, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং- ১৩.০০.০০০০.০৬৫.১৬.০০৩.২০১৭-১০২

তারিখঃ ১৯ শ্রাবণ ১৪২৭ বঃ / ০৩ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ ।

বিষয়ঃ খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

০৩/০৮/2020

(মোঃ আবুল হাসেম)
সহযোগী গবেষণা পরিচালক
ফোনঃ +৮৮-০২-৪১০৫০১৪৬
ইমেইলঃ hashem3550@yahoo.com

মুখ্যসচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ পরিচালক-৪) ।

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ০৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ

খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ

ক্র. নং	শিরোনাম	আজকের পরিস্থিতি (০৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ)	এক সপ্তাহ পূর্বের পরিস্থিতি (২৬/০৭/২০২০ খ্রিঃ)	সাপ্তাহিক পরিবর্তন/ মন্তব্য
১	সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ পরিস্থিতি	০৩/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১২.৪৮ লাখ মে. টন (চাল ১০.০৬ লাখ মে.টন ও গম ২.৪২ লাখ মে. টন)। বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় কোন খাদ্যশস্য নেই।	২৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুদ ছিল ১২.৮৫ লাখ মে. টন (চাল ১০.৪৭ লাখ মে.টন ও গম ২.৩৮ লাখ মে. টন)। বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় ১৬,৯২৪ মে. টন গম রয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের মোট মজুদ ০.৩৭ লাখ মে.টন কমেছে। খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক। এ মুহূর্তে খাদ্যশস্যের কোন ঘাটতি নেই বা ঘাটতির কোন সম্ভাবনা নেই।
২	ঢাকার বাজার মূল্য পরিস্থিতি	*খাদ্য অধিদপ্তর/**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে ০৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার বাজারে- ক) মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা মূল্য প্রতি কেজি যথাক্রমে *৩৭.১৭-৩৮.৬৭ টাকা ও **৪২.০০ – ৪৪.০০ টাকা। (খ) আটার (খোলা) খুচরা মূল্য প্রতি কেজি **২৭.০০-২৮.০০ টাকা।	*খাদ্য অধিদপ্তর/**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২৬/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার বাজারে- ক) মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা মূল্য ছিল প্রতি কেজি যথাক্রমে *৩৭.১৭-৩৮.৬৭ টাকা ও **৪২.০০ – ৪৪.০০ টাকা। (খ) আটার (খোলা) খুচরা মূল্য ছিল প্রতি কেজি **২৭.০০-২৮.০০ টাকা।	বর্ণিত সময়ে ঢাকার বাজারে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে। আটার খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে।
৩	খাদ্যশস্য আমদানি পরিস্থিতি	নতুন অর্থ বছরের (২০২০-২১) ০২/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ১.৯৪ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০০ লাখ মে. টন ও গম ১.৯৪ লাখ মে. টন) এবং সরকারি খাতে ৫৩,৯২২ মে. টন খাদ্যশস্য (গম ৫৩,৯২২ মে. টন) আমদানি হয়েছে।	নতুন অর্থ বছরের (২০২০-২১) ২৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ১.৩৫ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০০ লাখ মে. টন ও গম ১.৩৫ লাখ মে. টন) এবং সরকারি খাতে ৩৭,০৩৯ মে. টন খাদ্যশস্য (গম ৩৭,০৩৯ মে. টন) আমদানি হয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে বেসরকারি খাতে ০.৫৯ লাখ মে.টন গম এবং সরকারী খাতে ১৬,৮৮৩ মে.টন গম গুদামজাত করা হয়েছে। (জিটুজি ভিত্তিতে রাশিয়ার সাথে চুক্তিকৃত ২.০০ লাখ মে.টন গমের মধ্যে ৫৪,১৪৫ মে. টন গম বন্দরে এসেছে, এর মধ্যে ৫৩,৯২২ মে. টন গম গুদামজাত করা হয়েছে)।
৪	সরকারি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ পরিস্থিতি	চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের গম, ধান এবং চাল সংগ্রহ মৌসুমে গত ১৫ এপ্রিল/২০২০ থেকে গম, ২৬ এপ্রিল/২০২০ থেকে ধান এবং ৭ মে/২০২০ থেকে চাল সংগ্রহ শুরু হয়েছে, ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৪, ৪২৯ মে.টন গম, ১,৭০,৩৭৫ মে. টন ধান এবং ৫,০৮,০৫০ মে. টন চাল (আতপ চাল সহ) সংগৃহীত হয়েছে।	চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের গম, ধান এবং চাল সংগ্রহ মৌসুমে গত ১৫ এপ্রিল/২০২০ থেকে গম, ২৬ এপ্রিল/২০২০ থেকে ধান এবং ৭ মে/২০২০ থেকে চাল সংগ্রহ শুরু হয়েছিল, ২৫/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৪, ৪২৯ মে.টন গম, ১,৪৯,১২৯ মে. টন ধান এবং ৪,৬৩,৮২৪ মে. টন চাল (আতপ চাল সহ) সংগৃহীত হয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে ২১,২৪৬ মে. টন ধান এবং ৪৪,২২৬ মে. টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।
৫	বেসরকারি খাতে (চালকল, আমদানীকারক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী) খাদ্যশস্যের পাক্ষিক মজুদ	চাল: ৯,৩১,৭৩৫ মে.টন ধান: ৯,৮২,৫১৬ মে. টন (সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, ৩০.০৬.২০২০খ্রি.)	চাল: ৯,০৮,৬১৫ মে.টন ধান: ৯,১৪,৪৭৬ মে. টন (সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬.০৬.২০২০খ্রি.)	বর্ণিত সময়ে মজুদের পরিমাণ চাল: ২৩,১২০ মে.টন বেড়েছে ধান: ৬৮,০৪০ মে. টন বেড়েছে (কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ের মজুদ অন্তর্ভুক্ত নহে)
৬	খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ডে (৩১/০৭/২০২০ খ্রিঃ) ৫% ভাঙ্গা সিদ্ধ চালের টন-প্রতি এফওবি মূল্য যথাক্রমে ৩৭৫ ও ৪৬৭ মার্কিন ডলার। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের (৩১/০৭/২০২০) গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য যথাক্রমে ২১০.৫০, ২০৯.৫০ ও ২১৪.২১ মার্কিন ডলার।	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ডে (২৪/০৭/২০২০ খ্রিঃ) ৫% ভাঙ্গা সিদ্ধ চালের টন-প্রতি এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩৭৫ ও ৪৬০ মার্কিন ডলার। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের (২৪/০৭/২০২০) গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ২১১.৫০, ২১০.০০ ও ২১৫.৯৬ মার্কিন ডলার।	বর্ণিত সময়ে সিদ্ধ চালের এফওবি মূল্য টন-প্রতি ভারতে অপরিবর্তিত ও থাইল্যান্ডে ৭ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রে টন-যথাক্রমে ১.০০, ০.৫০ ও ১.৭৫ ডলার করে হ্রাস পেয়েছে।
৭	খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য আমদানি মূল্য পরিস্থিতি (শুল্ক-কর ব্যতীত)	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানিযোগ্য সিদ্ধ চালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি যথাক্রমে ৩৪.৫০ ও ৪৪.৮৪ টাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ২৩.০৫-২৪.২৫ টাকা।	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানিযোগ্য সিদ্ধ চালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য মূল্য ছিল কেজি-প্রতি যথাক্রমে ৩৪.৫০ ও ৪৪.২৫ টাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য ছিল কেজি-প্রতি ২৩.০৫-২৪.৪০ টাকা।	বর্ণিত সময়ে আমদানিকৃত চালের বাংলাদেশের বন্দরে সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ভারতে অপরিবর্তিত ও থাইল্যান্ডে ০.৫৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ০.১৫ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।
৮	খাদ্যশস্যের এল.সি পরিস্থিতি	বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ২৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত চালের এলসি খোলা হয়েছে ৩২০ মে.টন এবং এলসি সেটেল্ড হয়েছে ৪৫০ মে. টন। অপরদিকে, গমের এলসি খোলা হয়েছে ৪৪৩.২৫ হাজার মে. টন এবং গমের সেটেল্ড হয়েছে ২৮৩.২৩ হাজার মে. টন।	বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৮/০৭/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত চালের এলসি খোলা হয়েছিল ৯৬ মে.টন এবং এলসি সেটেল্ড হয়েছিল ৩৫০ মে. টন। অপরদিকে, গমের এলসি খোলা হয়েছিল ২২৮.১৬ হাজার মে. টন এবং গমের সেটেল্ড হয়েছিল ৯৩.৩৪ হাজার মে. টন।	বর্ণিত সময়ে এলসি সেটেল্ড চাল: ১০০ মে.টন বেড়েছে গম: ১৮৯.৮৯ হাজার মে. টন বেড়েছে
৯	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ পরিস্থিতি	২০২০-২১ অর্থবছরের ২৩/০৭/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছে ৯০,৮৯৮ মে. টন (চাল ৫৮,৫১৭ মে.টন ও গম ৩২,৩৮১ লাখ মে.টন)।	২০২০-২১ অর্থবছরের ১৬/০৭/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছিল ৩৩,১৯১ মে. টন (চাল ১২,৩৬৫ মে.টন ও গম ২০,৮২৬ লাখ মে.টন)।	বর্ণিত সময়ে ৫৭,৭০৭ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছে (বিশেষ ওএমএস-সহ পিএফডিএস এর সকল চ্যানেলে)।

০৩/০৮/2020

Muhammad Abul Hashem
Associate Research Director
FPMU, Ministry of Food
Govt. of the People's Republic
of Bangladesh